কবি নরেশ গুহ-র চার অধ্যায়

তরুণ মুখোপাধ্যায়

১. দুরন্ত দুপুরে

এবার কি তবে জলে লিখে নাম
চলে যেতে হবে? কী তবে পেলাম? কী তবে হলাম!
(এক বর্ষার বৃষ্টিতে)

এইরকম কীটসীয় প্রশ্ন ও আর্তিতে বাঙ্ময় হয়ে ওঠেন কবি নরেশ গুহ। চল্লিশ বা চার দশকের বিশিষ্ট কবি তিনি। যদিও তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ''দুরন্ত দুপুর" প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫২-তে। বই প্রকাশের সাল বিচারে পঞ্চাশ দশকের কবি বলা যায়। তবে তাঁর লেখালেখি শুরু হয়েছিল অনেক আগে। পূর্বাশা, কবিতা ইত্যাদি পত্রিকায় কবিতা লিখেছেন। বুদ্ধদেব বসুর স্নেহ-সাহচর্য পেয়েছেন। তাঁকে বৌদ্ধ গোষ্ঠীর কবি বলা অত্যুক্তি হবে না। সাধারণ পাঠকের কাছে নরেশ গুহ ''দুরন্ত দুপুর"এর কবি। সারা জীবনে যদিও কবিতা লিখেছেন একমুঠো। এ বিষয়ে তিনি সমকালীন কবিবন্ধু তরুণকুমার সরকারের মতো। মাত্র চারটি কাব্যগ্রন্থ নিয়েই প্রকাশিত হয়েছে ''কবিতা সংগ্রহ"। তবে লিখেছেন গদ্য। তাঁর গবেষণার বিষয়ে কবি ইয়েট্‌স্ — মূল্যবান কাজ। ইংরেজিতে লেখা। বাংলা প্রবন্ধের বই ''অন্তরালে ধ্বনি প্রতিধ্বনি" ও ''প্রবন্ধ সংকলন" এবং অনুবাদ গ্রন্থ। ১৯২৩-২০০৯ এই জীবনসীমায় কবি নানা প্রশাসনিক তথা শিক্ষা-সংস্কৃতি জগতের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কাব্যকৃতির জন্য তিনি সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে আনন্দবাজার পত্রিকায় কলকাতার কড়চায় (১৯ জানুয়ারি, ২০০৯) লেখা হয় —

> দুরন্ত দুপুর, তার জীবনকালেই পরিণত হয়েছিল বিষণ্ণ হেমন্তসন্ধ্যায়। আড়ালেই থাকতেন বেশির ভাগ সময়, স্মৃতি সম্বল করে। তারপর এই সেদিন অভিমান নিয়ে চলে গেলেন তিনি, নরেশ গুহ।...

রবীন্দ্রনাথ নেই। তখন বাংলা কাব্যজগতের অদ্বিতীয় অভিভাবক বুদ্ধদেব বসু। 'কবিতা ভবন' ঘিরে কবিদের আড্ডা, কবিতা পত্রিকার আসর। নরেশবাবুর ''দুরন্ত দুপুর" প্রকাশের পরেই বুদ্ধদেব বসু লিখলেন,

... এ কয় বছর ধরে তাঁর কবিতার পরিণতিপ্রবণ অবিরল, আমি লক্ষ্য করেছি। ভালো লেগেছে সেই কবিতার স্নিগ্ধতা, স্বপ্নিলতা, রচনাশিল্পের সৌষ্ঠব। ভালো লেগেছে লিরিকের দিকে ঝোঁক, নিচু গলার নরম করে বলার দিকে উন্মুখতা।...'দুরন্ত দুপুর' বিষণ্ণ মধুর শান্তরসের কাব্য।...

কেমন সেই বিষণ্ণ মধুরতা? নাম-কবিতায় পড়ি,

কবে আমি শেষ লেখা লিখে দিয়ে স্লেটে,
সন্ধ্যাতারা গুণে-গুণে, নদীর পাড়ির পথ হেঁটে
বাড়ি যাবো, হাই ওঠে। ঘুমে চোখ ভরে।

দুপুরে দুরন্ত হাওয়া; মনে পড়ে, কাকে মনে পড়ে।

কিংবা 'ভীরু মেয়ে' কবিতায় পড়ি,

রোদ শুষে নিলো প্রভাতী-শিশির,
তন্দ্রার ঘ্রাণ গভীর নিশির :
তুমি জাগলে না, শুধালে না পরিচয়।
বড় ভীরু তুমি, বড় ভীরু ও-হৃদয়।

'লগ্ন' কবিতায় ছন্দের দোলা,

ইচ্ছে করে একটি কথা ফিরে-ফিরে তোমায় বলার :
হে চঞ্চলা
হে মন ছলা
শকুন্তলা?

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যপাঠ প্রতিক্রিয়া এইরকম —

আপনার রচনা আমাকে বরাবরই আনন্দ দিয়েছে।...মালার্মের মতে যে-রহস্য কবিতার প্রাণ, তাতে আপনার কাব্য সমৃদ্ধ; এবং সেই সঙ্গে কলাকৌশল সম্বন্ধে আপনার আগ্রহ প্রখর।

এই কলাকৌশলের একটি দৃষ্টান্ত 'বাঁধা হরিণের গান' কবিতা —

থাকে যেন পণ
পদচারণের
মাছরাঙাদের শালিক ফিঙের
ঘরোয়া পাড়ায়।

সুধীন্দ্রনাথ-কথিত 'চমৎকার ভাবচ্ছবি'ও যথেষ্ট পাই।

১. হাসিতে আটখানা মুখ ফিরে আসে লাল রবিবার।
২. দ্বিতল রেলিঙে ঝোলে সদ্যস্নাত জাফরানী শাড়ির আঁচলের প্রান্তভাগ।

৩. আজ উঠে আসে প্রাণের সিঁড়ির গোল ধাপ ঘুরে ঘুরে।
৪. চিন্তার লাঙল আজো কপাল চেরেনি।

''দুরন্ত দুপুর'' কাব্য শেষ হয়েছে কবির এই ভাবনায় 'মন, স্ববশে আনো তো লেখনী'। তারপর বিনিদ্র রাত, ধৈর্যহারা চিত্তে কথা জাগে —

— তুমি আসো নাই — বসে আছি একা বৃষ্টির সুরে ক্লান্ত।
মূল্যে তোমারে মেলে না এ কথা আগে যদি মন জানতো।

(দুরাশা)

২. তাতার সমুদ্রে

তাতার শুনলেই দস্যুবৃত্তি মনে পড়ে। মরুচারী প্রবল দস্যু — যারা শক্তির প্রতীক। যৌবনেরও। তাহলে কি কবি ৫৩ বছর পরে যৌবনবেদনার স্পর্শ পেলেন? ১৯৭৬-এ ''তাতার সমুদ্র ঘেরা'' কাব্যের প্রথম প্রকাশ। তথাগতর করুণাবঞ্চিত একজন শিল্পীর কথা কবি বলেন 'লোকটা' কবিতায়। পৃথিবীভরা অন্ধকারে যে মন্থর মেয়েটি মিশে যায়। ছেনিতে-বাটালিতে মূর্ত হয় যে শিল্পধ্যান, 'তার খেদ ক্ষুধা কান্নার আঘাত, রাত্রি জানে? স্বপ্ন জানে?' কী দেখেন কবি?

বিকল্প উটের সার
কখনো ফিরবে না আর,
যেহেতু সম্ভব নয় ফেরা — (বিকল্প উটের সার)

যাকে চান তার জন্য আর্তি ও প্রতীক্ষায় মনে হয়, 'কী হবে ফিরে পেয়ে অলীক অধিকার?' তবু প্রশ্ন থামে না,

পৃথিবী জ্বলে যায়, এখনো জলে ভেলা
ভাসেনি, তোলা আছে। কোথায় আছো তুমি? (ভেলা)

হাহাকার করেন, 'আমারও গেছে সব, নিয়েছে দাবানল।' আবার ভাবেন,

সে-নারী কোথায়, জন্মে-জীবনে জয়?
যার বাঁকা ভুরু, যার কালো চোখ, যার
চিকন গলায় অলখ সোনার হার? (আলোয় অন্ধকারে)

কখনও বা তাঁর মনে হয়,

স্মৃতির সুতোয় যত গাঁথি হার
জানি একদিন হারাবে সবই,
সব ছবি সব ভালো ছবি সব কালো ছবি।
শুধু চলে যাওয়া, আর কিছু নয়

কবির ইচ্ছে ও বাসনা,

আবার আকাশে হাসবে তরুণী ঊষা
একবার যদি তুমি হাসো, সহচরি। (নিমন্ত্রণ)

এরই প্রেক্ষিতে কবি লেখেন, (তুমি কী সুন্দর কবিতা) —

তুমি কী সুন্দর তাই ভাবি।
তোমাকেই করা সাজে মর্ত্যলোকে অমরতা দাবি।

জীবনানন্দের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন 'তাকিয়ে দেখার আনন্দ।' নরেশ গুহর কবিতা প্রসঙ্গেও তা বলা যায়। 'তাতার সমুদ্র-ঘেরা' নাম-কবিতায় পড়ি,

অনিঃশেষ এই দেখা, চোখ ফেরে না, এমন আশ্চর্য
মর্ত্যজীবনের পারম্পর্য।
উত্তমের নিকোনো আঙিনা,
অধমের নোংরা গন্ধ গলি —
খোলা চোখের সময় পাই যেন দেখতে সকলই।

কবি অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় ভাব, রীতি নরেশবাবু কিছুটা মান্য করেছেন।

চলো মেলায়, চলো মেলায়
বেলা এলায় মাঠে বনে,
রাঙা ধুলো তুলি বুলায় প্রাণেমনে। (তদেব)

আবার কখনও রাবীন্দ্রিক আশাবাদে উজ্জীবিত হয়ে বলেন,

কী মন্ত্র শেখায়, দ্যাখো, আনন্দিত শালবীথি,
বলে, 'আশা রাখো
জীবনের যত অসম্ভবে।'
সব হবে, মন বলে, আবার সব হবে। (কত কিছু দৈবে ঘটে)

জীবন নশ্বর। কবি জানেন। তাই সরল প্রত্যয়ে জানান, (আমার বন্ধুকে) —

সময়ের সিংহাসনে দু'দণ্ডের রাজত্বের শেষে
কবি শিল্পী সুরকার রাজা মন্ত্রী মজুর কৃষক
অবশেষে কীর্তিনাশা ধুলোতেই মেশে
একথাই মেনে নেওয়া যাক। (দুরন্ত দুপুর)

আর ''তাতার-সমুদ্র ঘেরা'' কাব্যে কবির জিজ্ঞাসা,

এই ভোর, এই রাত
কার হাতে মুছে যায়!
দিন কাটে ছলনায়,

কোনো প্রত্যাশা নেই।
হায় কেন সব কথা
প্রকাশের ভাষা নেই! (কেন)

কবি জানেন, 'তাতার সমুদ্র ঘেরা জননী বসুধা একাকিনী' আজ।

জীবন ও যৌবনের অবসান, আবেগের অস্তরাগ 'পুরনো প্রথা' কবিতায় কবি চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন।

প্রগাঢ় একটি মেয়েকে সে ভালোবাসতো,
একদিন আর বাসলো না :
তার যৌবন গেলো দূরে।

শীতল একমাঠ ঘাসকে সে ভালোবাসতো,
একদিন আর বাসলো না :
রোদে সবুজ গেলো পুড়ে।

জীবন প্রেমিক কবি নরেশ গুহ। শান্ত উচ্চারণে বুকের দাহ প্রকাশ করেন। —

ক. সত্যি কি চাস আবার আসুক — সেই তার কী যে নাম,
ছিপছিপে মেয়ে, চোখে-চোখে হাসি, প্রাণের আরাম? (প্রশ্ন : ১)

খ. সকলি কি ফিরে দিতো ধরণীর এক কোণে
একটি মেয়ের চোখে ভালোবাসা? (প্রশ্ন : ২)

জীবনের গোধূলিবেলায় কবি উপলব্ধি করেন, 'কোনো স্বপ্ন ফেলে রাখতে নেই' কবিতায়,

কোনো স্বপ্ন ফেলে রাখতে নেই। রাখলেই ধুলো জমে, ঘাসে ঢাকে,
মগজের পাইকা হরফগুলো চেটে দেয় ভুল মাকড়সাতে।...
মগজে মাকড়সা লাগলে জগতের সবই বিভীষিকা। (পরবর্তী কবিতা)

নিজেকে প্রশ্ন করেন,

ও তুই যাবার আগে খুলে দেখা স্মৃতির ট্যাঁকে তোর
কী জমলো সম্বল। (প্রতিধ্বনি)

জানেন শেষ পরিণতি 'কালের চিতায় পুড়ে একমুঠো ছাই' হবে সকলেই।

৩. বিদিশার জন্য

কবি তিনি, আবার ছড়াকারও। ১৯৯৩-এ প্রকাশিত হয় ''বিদিশার ইনি আর উনি'' বইটি। কবি তাঁর নাতনির জন্য ছড়াগুলি লিখেছিলেন। ছড়ায় বাচ্চা মেয়ের মুখ উঁকি দেয় —

ঝিলিক দেওয়া মিষ্টি খুদে
দাঁতগুলো কি খানিক
মনে পড়ায়, কুড়িয়ে পাওয়া
আর এক দেশের মানিক?

কিংবা নাতনির মুখের ভাষাশুদ্ধ তুলে নিয়ে লেখেন,

ছোপানো চুল সোনার জলে
পুতুলটা কোন কথা বলে।
ডেকে জানায় জনে জনে —
কে থাকে শান্-তিকেতনে!
চকচকে চোখ তুলে হাসে
হাত বাড়িয়ে কোলে আসে। (কেন)

'ঘুমের গান' শোনান কবি,

তাই বলি, 'আয় ঘুম
ফিরে আয়, নীড়ে আয় :
কোথায় উড়িস তুই
এ-তারায় সে-তারায়?'

ছোটদের কাছে মনে হয় 'আশ্বিন যেন ছুটির দেশের রানার'। দাদু হয়েও অবাধ্যতা মানতে না পেরে বলেন, যা মধুর শাসনও —

বিদ্যেসাগর লেখেন যে-বই সে-বই ছেঁড়ো তুমি!
এতটা মুখ্যুমি!

কখনো বেদনা বহ ঘটনা চিত্রিত হয় ছড়ায় —

দেশের নাম বস্তার।
সব জিনিসই আক্রা, শুধু
শিশুর জীবন সস্তার। (সুখী নামের মেয়েটা)

তবে তাঁর ''রুমির ইচ্ছা'' সব শিশুদের মনের কথা হয়ে উঠেছে। তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বড়রাও বলতে পারে — 'আমি যদি হই ফুল, হই ঝুঁটি-বুলবুল হাঁস / মৌমাছি হই একরাশ / তবে আমি উড়ে যাই, বাড়ি ছেড়ে দূরে যাই...'। এই কল্পনার অভিসার কখনও শেষ হওয়ার নয়।

৪. গুহায়িত ইয়েট্স্

রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি সূত্রে বাঙালিরা বিশেষভাবে আইরিশ কবি ইয়েট্সের নাম ও লেখার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। ত্রিশের কবিরা অবশ্য এলিয়ট ভক্ত ছিলেন। তবুও ইয়েট্স্ অচর্চিত ছিল

না। 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদ নিয়ে ইয়েট্‌সের আগ্রহ, পাঠের মুগ্ধতা আমাদের অজানা নয়। যদিও পরে তিনি বিরূপতা দেখান। রবীন্দ্রনাথ বড় মাপের কবি কিনা, এই নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেন। কবি ও গবেষক নরেশ গুহ ঠিক এরই রহস্য উদঘাটনে ব্রতী হয়েছিলেন। ইংরেজিতে লেখা তাঁর গবেষণাগ্রন্থ W. B. Yeats - An Indian Approach আজও ইয়েট্‌স্ চর্চায় অপরিহার্য গ্রন্থ। গ্রন্থের শেষে ইয়েট্‌সের চিঠিগুলির পুনর্মুদ্রণও মূল্যবান। বইটির ভূমিকা লেখেন Richard Ellmann। তিনি বলেন,

> The effect of Dr. Guha's subtle and informed study is to record the most important infiltration that has yet taken place between Indian and English literature. (Preface)

এই গ্রন্থে শ্রীগুহ রবীন্দ্র-ইয়েট্‌স্ প্রসঙ্গে কিছু তথ্য দিয়েছেন, যা প্রমাণ করে কাব্য ও নাটক চর্চায় ইয়েট্‌স্ কোনও কোনও বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণী ছিলেন। যদিও উত্তমর্ণ-কে মুছে দিতে চেষ্টাও করেছেন। সেই লুপ্ত সূত্র নরেশবাবু পুনরুদ্ধার করেছেন, যার গুরুত্ব অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে রিচার্ড এলম্যানও জানান,

> The relations of Yeats with Tagore and other Indians are examined here more closely then elsewhere.

মুখ্যত রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকের অনুবাদই (The King of the Dark Chamber) ইয়েট্‌সকে 'The Herne's Egg' নাটক লেখার উৎসাহ দিয়েছিল জানা যায়। তবে তা ছিল ব্যঙ্গাত্মক। ''অন্তরালে ধ্বনি প্রতিধ্বনি" প্রবন্ধ গ্রন্থে শ্রীগুহ বিশেষভাবে এই বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে রবীন্দ্র ও ইয়েট্‌স্ নিয়ে দুটি প্রবন্ধ পাই — ''রবীন্দ্রনাথ : ইমেজিজম; ইয়েট্‌স্" আর ''বাংলা কাব্যনাটকের আইরিশ প্রতিধ্বনি"।

শ্রীগুহ ''বাংলা কাব্যনাটকের আইরিশ প্রতিধ্বনি" প্রবন্ধে জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 'ঈশ্বরাধিক্য ইয়েট্‌স্‌কে প্রীত করেনি'। ভারতীয় ঐতিহ্য বিশ্লেষণে ইয়েট্‌স্ পছন্দ করতেন রানাডেকে। শ্রীগুহ লিখেছেন,

> আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথে ইয়েটসের আগ্রহ নিস্তাপ হতে শুরু করে সেদিন থেকেই যেদিন অক্সফোর্ড-প্রবাসী বাঙালি যুবক ক্ষিতীশ সেনের করা 'রাজা' নাটকের অনুবাদ The King of the Dark Chamber ওদেশে প্রকাশিত হলো।

প্রথমে ইয়েট্‌স্ নাটক ও মঞ্চায়ন নিয়ে উৎসাহ দেখালেও পরে নীরব হয়ে যান। তবে নানা সূত্র ও তথ্য উদ্ধার করে নরেশবাবু বলেন,

> বাঙালি কবির অসামান্য প্রতিভা তিনি যে ভুলতে পারেননি, তা অবশ্য তাঁর একাধিক কবিতার অন্তর্গত প্রচ্ছন্ন উল্লেখ থেকে ধরা যায়।

যেমন রবীন্দ্রনাথের "The Gardener" গ্রন্থের একটি কবিতার দুটি পংক্তি ঈষৎ পাল্টে নিয়ে ইয়েট্‌স্ লেখেন,

> Let the cage bird and cage bird mate
> and the wild bird mate in the wild.

''দুই পাখি'' (সোনার তরী কাব্য) যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাই বুঝবেন। আবার ''চিত্রাঙ্গদা'' নাট্যকাব্য/নৃত্যনাট্য পাঠের প্রতিক্রিয়ায় ইয়েট্‌স্ লেখেন "The Hero, the girl and the fool", কবিতা। ইয়েট্‌স্ তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে "The Herne's Egg" নামের 'অদ্ভুত, উদ্দাম, রাবলেশিয় প্রহসন' লেখেন ''রাজা'' নাটকের বিরূপ ছবি দেখাতে। দুটি নাটকের বাহ্য সাদৃশ্য নেই। কিন্তু অন্তরঙ্গে

> দুই নাটকেরই কেন্দ্রে আছেন দুটি নারী চরিত্র যাঁরা জগতের অপ্রমেয় আদি পুরুষের সঙ্গে প্রণয়াবদ্ধ।

এই আদিপুরুষ রবীন্দ্রনাটকে অন্ধকারের রাজা বা প্রভু। পরিহাস করে ইয়েট্‌স্ বলেছেন আদিপুরুষ 'পরম সারস'। অন্যত্র রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' তাঁর চোখে The King of the Great Clock Tower। 'রাজা' নাটকে রাজার সঙ্গী সাত জন — অবন্তী, কোশল, কলিঙ্গ, বিদর্ভ, বিরাট, পাঞ্চাল ও সুবর্ণ। ইয়েটসের ''ব্রহ্মাণ্ডের ডিম'' নাটকে রাজা কনগালেরও সাতজন সঙ্গী — মাথিয়াস, মাইক, জেমস, পিটার, জন, প্যাট ও মালাকি। শ্রীগুহ বিস্তৃতভাবে এই সাত সংখ্যার আলোচনা করেছেন। উপনিষদ থেকে সূত্র দিয়েছেন। উভয় নাটকের ঘটনাকাল বসন্ত পূর্ণিমা। তবে নাট্য পরিণতি ভিন্নরকম।

''রবীন্দ্রনাথ : ইমেজিজম : ইয়েট্‌স্'' প্রবন্ধে শ্রীগুহ কবির একটি গান ও ইয়েট্‌সের কবিতার প্রতিতুলনা করেছেন।

গীতাঞ্জলি-র ''আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল অলঙ্কার'' গানের যে ইংরেজি অনুবাদ হয়েছিল, তা ইয়েটসের মনে অনুরণন জাগিয়েছিল। যে ইমেজিস্ট আন্দোলন ১৯০৮/৯ এ শুরু হয়, এজরা পাউণ্ড যাতে উৎসাহী ছিলেন, ইয়েট্‌স্ কিন্তু প্রকাশ্যে এ আন্দোলনে যোগ দেননি। ইমেজিস্টরা চাইতেন 'ভাষায় বাহুল্য বর্জন, ভূষণের পরিহার'। রবীন্দ্রনাথ গানে সে কথা বলেছিলেন নিজস্ব অনুভবে, বোধে। যা মুগ্ধ করেছিল আইরিশ কবিকে। ভাল লেগেছিল কবির এই ভাবনা 'অলঙ্কার যে মাঝে পড়ে / মিলনেতে আড়াল করে / তোমার কথা ঢাকে যে তার মুখর ঝংকার'। অনুবাদে পড়ি, 'their jingling would drown thy whispers'। এটা ভক্ত-ভগবান নয়, প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের চিত্র হয়েছে, শ্রীগুহ বলেন। টমসনের ভাষায়, এটা 'জেনানা ইমাজারি'। মিলনের জন্য নিরাভরণ ও নিরাবরণ হওয়ার ইশারা ইয়েট্‌স্‌কে অনুপ্রাণিত করেছিল। সেই সময় naked poetry-র চলন দেখা যায়। উলঙ্গ কবিতায় কাম্য ছিল প্রচলিত কথ্যরীতি আর রচনারীতি হবে 'hard and clear– never blurred nor indefinite'। বিশেষকে প্রতিভাত করতে হবে। রবীন্দ্রগানে সেই আদর্শ খুঁজে পেয়ে ইয়েট্‌স্ পরে লেখেন "A Coat" কবিতা। যেখানে 'গান' তাঁর আশ্রয় — 'I made my song a coat.'। সেই কোট অপহৃত হলেও কবি কাতর হন না; বলেন 'more enterprise / In walking naked'. রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানকে অলঙ্কৃত করতে চান; ইয়েট্‌স্ চান 'নির্বোধ অনুকারকদের হাতে সেই পৌরাণিক সূচিকর্মে শোভিত আংরাখাটি অর্পণ করতে'। দুই কবিতায় সজ্জাহীন হওয়ার বাসনা প্রকাশিত। শ্রীগুহ স্পষ্ট ভাষায় বলেন,

> আমাদের অনেকেরই ধারণা 'A Coat' কবিতায় ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'রই একটি কবিতার প্রতিধ্বনি রয়েছে।

নানা তথ্য ও যুক্তি আর উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রীগুহ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন, কাব্যরচনায় কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইয়েট্‌স্ অধমর্ণ; রবীন্দ্রনাথ স্বাতন্ত্র্যে দীপ্তিমান।

ব্যবহৃত গ্রন্থ :

১. কবিতা সংগ্রহ / নরেশ গুহ (দে'জ / ২য় সং / ১৯৯৯)
২. অন্তরালে ধ্বনি প্রতিধ্বনি (দে'জ / ১৯৯৪)
৩. প্রবন্ধ সংকলন (দি সী বুক এজেন্সি / ২০১০)
৪. নরেশ গুহ : বৈচিত্র্যের পরিসরে / শুভাশিস চক্রবর্তী সম্পাদিত (২০১০)
৫. এবং মুশায়েরা / শারদীয়া ১৪১২

তরুণ মুখোপাধ্যায় : কবি, প্রাবন্ধিক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক।